2.5. ব্যক্তিত্ব—ধারণা, প্রকার, ফ্রয়েড-এর ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Personality—Concept, Types, Personality Development by Freud)

2.5.1. ব্যক্তিত্বের ধারণা (Concept of Personality)

ব্যক্তিত্ব কী বুঝতে হলে এই শব্দের তাৎপর্যের বিবর্তন সম্বন্ধে জানতে হবে। কারণ, যুগের পরিবর্তনে শব্দটির যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তার তাৎপর্যেরও পরিবর্তন হয়েছে।

- **ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা:** ইংরেজি 'Personality' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Persona' থেকে, যার অর্থ হল মুখোশ। প্রাচীন রোমে অভিনেতারা যে মুখোশ পরে অভিনয় করতেন তাকেই 'Persona' বলা হত। পরবর্তীকালে 'Persona' শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে হয় 'অভিনেতা'। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটির অর্থ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।
- **লৌকিক ব্যাখ্যা:** সাধারণত স্বাতন্ত্র্য এবং অসাধারণত্বকেই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। লৌকিক অর্থে—ব্যক্তিত্ব হল সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য একই বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তি একই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া করে।
- **দার্শনিক ব্যাখ্যা:** দার্শনিকদের মতে, ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির সেই অন্তর্নিহিত সত্তা যা ব্যক্তির পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণকে সংগঠিত করে। এই অর্থ অনুসারে, ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। সবল প্রকাশের অন্তরালে অজ্ঞাত থেকে যায়।
- **মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা:** মনোবিদদের মতে, স্বাতন্ত্র্য ও অসাধারণত্ব ছাড়াও ব্যক্তি তার চিন্তা, প্রবণতা, গুণ, আগ্রহ এবং জীবনাদর্শ নিয়ে এক জটিল সংগঠন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূলে আছে ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং জাগতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির উপযোজন।
- **ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমার্থক নয়:** ব্যক্তিত্বের প্রকাশ চরিত্রের মাধ্যমে ঘটে, কিন্তু চরিত্রই ব্যক্তিত্বের একমাত্র পরিচায়ক নয়। চরিত্রের সারধর্ম হল নৈতিকতা, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সারধর্ম নৈতিকতা নয়। ব্যক্তিত্ব চরিত্র অপেক্ষা ব্যাপকতর। সব চারিত্রিক প্রলক্ষণ (Character traits) ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ মাত্রই চারিত্রিক প্রলক্ষণ নয়। মনোবিদ আলপোর্ট *(Allport)* বলেছেন, "Character is personality evaluated and personality character" অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের যখন নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তখন তা হয় চরিত্র। আর চরিত্র থেকে নৈতিক মূল্যায়নের বিষয়টুকু বাদ দিলে পাওয়া যায় ব্যক্তিত্ব।
- **ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি অভিন্ন নয়:** অনেকে ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিকে অভিন্ন মনে করেন। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে কারণে তাদের অভিন্ন মনে করা সঠিক নয়।

2.5.2. ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা (Definition of Personality)

ব্যক্তিত্ব একটি জটিল বিষয়। তাই ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং মনোবিদ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্নভাবে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও ব্যবহার শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনোবিদ আলপোর্ট *(G W Allport)* ব্যক্তিত্বের প্রায় 50টি সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল—

1. **ঐশ্বরিক সংজ্ঞা:** খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে ধর্মযাজকেরা ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—ব্যক্তির অহংবোধই হল তার ব্যক্তিত্ব। এটি অত্যন্ত প্রাচীন ও অমনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।
2. **দার্শনিক সংজ্ঞা:** জন লক্—যে ব্যক্তি চিন্তন, বিচারকরণ ও বুদ্ধির দ্বারা নিজের অহং সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে, সে-ই ব্যক্তিত্বের অধিকারী। উইন্ডেলবান্ড—ব্যক্তি তার অহং সত্তার যে অংশ নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করে, তাই হল তার ব্যক্তিত্ব।

   দার্শনিক সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির নিজের আত্মসচেতনতা। তবে এই আত্মসচেতনতা সম্পূর্ণ নাও হতে পারে।
3. বিচারবিভাগীয় সংজ্ঞা
   - এই সংজ্ঞায় প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি স্বাভাবিক এবং স্বাধীন, সে-ই ব্যক্তিত্বের অধিকারী।
   - পরবর্তীকালে এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—গোষ্ঠীবদ্ধ সমসামাজিক বন্ধনসম্পন্ন মানুষই হল একত্রে ব্যক্তিত্ব।

   এই সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না।
4. **জৈব-সামাজিক সংজ্ঞা:** মনোবিদ মে—অন্য ব্যক্তিরা যেভাবে কোনো ব্যক্তির প্রতি প্রতিক্রিয়া করে, তার উপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে।

   এই সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক উদ্দীপনমূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যার দ্বারা ব্যক্তিত্ব কী তা যথাযথ বোঝা যায় না।
5. **আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা:** মর্টন প্রিন্স—ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির অর্জিত এবং সহজাত সমস্ত জৈবিক প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষার সমবায়।

   এই সংজ্ঞায় বিভিন্ন প্রবণতার যৌগিক সমবায়ে একক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কীভাবে গড়ে ওঠে তার উল্লেখ নেই।

   ওয়ারেন এবং কারমাইকেল—জীবন বিকাশের প্রতিটি স্তরে কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলির যে সমন্বয়, তাই হল ব্যক্তিত্ব।

   এই সংজ্ঞায় সমবায়ের উপর জোর দেওয়া হলেও ব্যক্তির নিজস্বতাকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

কেম্প—অভিযোজনে সাহায্যকারী বিভিন্ন অভ্যাসের সমন্বয় যা ব্যক্তির নিজস্বতার পরিচায়ক, তাই হল ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মধ্যে যে ঐক্য ও স্থায়িত্ব থাকে এবং তার জন্য যে সমস্ত স্থায়ী চিন্তন, ভাবধারা, অনুভূতি ও প্রবৃত্তি কাজ করে, এই সংজ্ঞায় তার উল্লেখ নেই।

উডওয়ার্থ—ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক প্রকৃতি।

সামগ্রিক প্রকৃতিটি কী তা উডওয়ার্থ ব্যাখ্যা করেননি।

ওয়াটসন—বিভিন্ন উদ্দীপক জীবদেহের উপর ক্রিয়া করার ফলে যে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হয়, সেইসব প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিই হল ব্যক্তিত্ব।

এই সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বের মানসিক এবং উদ্দেশ্যমূলক দিকগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ম্যাকডুগাল—ব্যক্তিত্ব হল কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া।

সহজাত প্রবৃত্তির ধারণা ব্যাপক হওয়ায় এই সংজ্ঞায় ব্যক্তিত্বের নির্দেশ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা যায়নি।

মনোবিদদের দেওয়া উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির কোনোটাই সম্পূর্ণ নয়, তবে এগুলির কোনোটিকেই ভুল বলা যায় না। প্রত্যেকটি সংজ্ঞাতেই ব্যক্তিত্বের ব্যাবহারিক দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞাগুলির প্রধান ত্রুটি হল এগুলিতে ব্যক্তিত্বের এক একটি দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে একসঙ্গে কোনো সংজ্ঞাতেই বিচার করা হয়নি। তাই কোনো সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ নয়। ব্যক্তিত্বের এমন একটি কার্যকরী সংজ্ঞা দরকার যার ব্যাবহারিক উপযোগিতা থাকবে এবং যার মধ্যে ব্যক্তির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

6. ব্যক্তিত্বের কার্যকরী সংজ্ঞা: মনোবিদ আলপোর্ট বিভিন্ন প্রচলিত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিত্বের একটি কার্যকরী সংজ্ঞা দিয়েছেন, যেখানে মনোবিজ্ঞানীদের সমস্ত সংজ্ঞারই সমন্বয় দেখা যায়।

আলপোর্ট তাঁর বিখ্যাত বই 'Personality: A Psychological Interpretation'-এ বলেছেন, "Personality is the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment."

অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব হল পরিবর্তনশীল জৈব-মানসিক সত্তার সমন্বয় যা অভিযোজনের আচরণে তার নিজস্বতা প্রকাশে সহায়তা করে। তাই সংজ্ঞার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সব সংজ্ঞারই সমন্বয় ঘটেছে।

2.5.3. ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি (Nature of Personality)

1. ব্যক্তিত্ব হল একটি চিরগতিশীল সংগঠন।
2. ব্যক্তির বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই ক্রিয়া হয় বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির অভিযোজনের জন্য।
3. ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের অভিযোজন ঘটে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ভাবধারা, কামনা-বাসনা, জীবনাদর্শ এবং ব্যক্তির সহজাত প্রবণতার দ্বারা।
4. ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র কতকগুলি উপাদানের সমন্বয় নয়। ব্যক্তিত্ব হল বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।
5. ব্যক্তিত্ব কোনো চিরস্থায়ী সংগঠন নয়। এটি সদা পরিবর্তনশীল, বিকাশমান এবং বর্ধনশীল।
6. দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি জন্ম নেয়। সুতরাং ব্যক্তিত্ব হল 'দেহ-মনবিশিষ্ট একক'।
7. ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সমগ্রত্ব, ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে তা নষ্ট হলে ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়।
8. ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি হল আত্মসচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।
9. ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান হলেও ব্যক্তিত্বের একটি স্থায়ী সংগঠন আছে।
10. ব্যক্তিত্বের জন্যই প্রতিটি ব্যক্তি এক বিশেষ ব্যক্তি, অন্য কারও সঙ্গে তার তুলনা হয় না।
11. ব্যক্তিত্বের সামাজিক উপাদানগুলি হল আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, কৃষ্টি ও ভাবধারা প্রভৃতি। সুতরাং, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর নির্ভরশীল। তাই ব্যক্তিত্ব হল 'মানস-সামাজিক একক' (Psycho-social unit)।

2.5.4. ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Personality)

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এগুলি হল—

1. **পরিমাপযোগ্যতা (Scalability):** সংলক্ষণ সর্বদা পরিমাপ করা সম্ভব।
2. **আচরণ থেকে সিদ্ধান্ত (Inference from behaviour):** সংলক্ষণ সর্বদা চাক্ষুষ করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন আচরণ থেকে ব্যক্তির সংলক্ষণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।
3. **নমনীয়তা (Flexibility):** সংলক্ষণ কখনোই অপরিবর্তনীয় নয়, শিশুকালে তা যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদিও সংলক্ষণগুলি কিছুটা অনমনীয় হয়ে আসে, তবুও সর্বদাই পরিবর্তনের সম্ভাবনা থেকে যায়।
4. **সর্বজনীনতা (Universality):** কিছু কিছু সংলক্ষণ আছে যা সর্বদাই সকলের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

5. কর্মক্ষম ব্যবহারযোগ্যতা (Functional utility): সংলক্ষণের নির্দিষ্ট কতগুলি সূচক আছে সেগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

6. দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য (Bipolar characteristics): সংলক্ষণের একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্বিমুখিতা। অর্থাৎ একটি বৈশিষ্ট্য এবং তার বিপরীত বৈশিষ্ট্য—এই দুটিকে নিয়ে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের দ্বিমুখী সত্তা গঠিত হয়। যেমন—সামাজিকতা অসামাজিকতা (Sociability unsociability)। কোনো ব্যক্তি সামাজিক না হলেই অসামাজিক হবে এমন কোনো কথা নেই। সামাজিকতা থেকে অসামাজিকতা—এই পরিসরের মধ্যে সংলক্ষণটি বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে।

7. সহজবোধ্য: সংলক্ষণগুলি সহজবোধ্য। এই সংলক্ষণের সাহায্যে ব্যক্তির বিশেষ আচরণও খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

2.5.5. ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of Personality)

শিশু জন্মের সময় কোনো ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায় না। তবে তার মধ্যে যে দৈহিক-মানসিক সম্ভাবনা থাকে, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে তার বিকাশ ঘটে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব বিকাশ নির্ভর। এই বিকাশের ধারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং এই বিকাশের পথে বিভিন্ন মানুষ পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব একটি মূল ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি নিম্নরূপ—

1. বিভেদীকরণ (Differentiation): ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হল বিভেদীকরণ। জন্মের পরে শিশু পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। তার আচরণ হয় সামগ্রিক প্রকৃতির। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় কান্নার মধ্য দিয়ে। সে দেহ সঞ্চালনও করে সামগ্রিকভাবে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ী যথার্থ প্রতিক্রিয়া করতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন আচরণ একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। একেই বলা হয় বিভেদীকরণ। আচরণের বিভেদীকরণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জীবনবিকাশও সম্ভব নয় এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশও সম্ভব নয়।

2. সমন্বয় (Integration): আচরণধারার বিভেদীকরণের পর তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে সাহায্য করে সমন্বয় প্রক্রিয়া। ফলে ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট দিকে বিকাশ লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন আচরণধারার ক্রমসমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। অর্থাৎ সমন্বয় একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। ব্যক্তি তার আচরণধারা ক্রমসমন্বয়ের জন্য যে কৌশলগুলি অবলম্বন করে সেগুলি হল—

- শিশু প্রাথমিক স্তরে অভিজ্ঞতা অর্জন করে অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditional reflex) সাহায্যে। এই অনুবর্তনের দ্বারা শিশুর প্রতিক্রিয়া করার বিভিন্ন ক্ষমতা ও পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্যে সমন্বয় ঘটে।
- অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলি সংখ্যায় অনেক হয় এবং সুসংহত অবস্থায় থাকে না। কিন্তু অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলির সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন জৈব মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এগুলিকে বলা হয় অভ্যাস। অভ্যাসের ফলেই ব্যক্তি বিশেষ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে একই ধরনের আচরণ করে। সুতরাং, এইসব অভ্যাস হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতার সমন্বয়ের ফল।
- বিশেষ বিশেষ অভ্যাসগুলির পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে আচরণধারা আরও সুসংহত হয় এবং ব্যক্তিত্বের কিছু স্থায়ী বা অস্থায়ী সংলক্ষণ গড়ে ওঠে। এই সংলক্ষণগুলিই হল ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদান।
- এই সংলক্ষণগুলির পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে ব্যক্তির অহম্ সত্তার (Ego) বিকাশ হয়। অহম্ সত্তা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নেয় এবং বিচ্ছিন্ন থাকে।
- এইসব বিচ্ছিন্ন অহম্ সত্তাগুলির পারস্পরিক সমন্বয়ের ফলে একক অহম্ সত্তার বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়।

3. পরিণমন (Maturation): বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব ছাড়াই ব্যক্তির আচরণধারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিণমন। পরিণমনের ফলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ব্যক্তি এই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের সময় কীভাবে প্রয়োগ করবে তার দ্বারাই তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয়। সুতরাং, পরিণমনও ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি কৌশল।

4. শিখন (Learning): শিখনের মাধ্যমেও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। শিখনের বিভিন্ন কৌশল, যেমন—অনুবর্তন (Conditioning), প্রচেষ্টা-ভুলের পদ্ধতি (Trial and Error method), অনুকরণ (Imitation) ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে।

5. অন্যান্য প্রক্রিয়া: আত্মসচেতনতা (Self-consciousness), আত্মসম্মানবোধ (Self-esteem), আত্মসংযম (Self-control), আত্মসমালোচনা (Self-criticism), আত্মোন্নতি (Self-culture), আত্মহীনম্মন্যতা ভাব (Feeling of inferiority) ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশে সহায়তা করে।

সুতরাং, ব্যক্তিত্বের বিকাশকে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা মুশকিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশলাভ করে। তবে একক কোনো বৈশিষ্ট্যের বিকাশকে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ বলা যায় না। সেই ব্যক্তিকেই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলা হয় যার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়—

- যার মধ্যে বহু বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছে।
- যিনি কোনো মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বা কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাওয়ার জন্য কাজ করে যেতে পারেন, তবে তা অবশ্যই সামাজিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে।
- যিনি শৈশবের আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত হয়ে বৃহত্তর সমাজের মূল্য নির্দেশিত পথে নিজের অহম্ সত্তাকে বিস্তৃত করতে পারেন।

- যিনি নিজের অহম সত্তার নৈর্ব্যক্তিকতা বিচার করতে পারেন।
- যিনি নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারেন।
- যাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধ আছে।
- যাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে।

2.5.6. ব্যক্তিত্বের বিকাশে বংশগতির ভূমিকা

(Role of Heredity on Development of Personality)

বংশগতি ব্যক্তিত্বের উপর কীভাবে ক্রিয়া করে বা পূর্বপুরুষদের কাছ [illegible] তাদের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় তা জানার জন্য মানুষের জন্মরহস্য [illegible] প্রয়োজন। প্রাণীবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষ যেভাবে বংশগতির বৈশিষ্ট্য [illegible] হয় তা হল—

- একটি পিতৃকোশ ও একটি মাতৃকোশের মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে [illegible] সূচনা ঘটে।
- পিতৃকোশটি হল শুক্রাণু ও মাতৃকোশটি হল ডিম্বাণু।
- প্রতিটি জননকোশে 23টি করে ক্রোমোজোম থাকে।
- শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে যে জাইগোটের সৃষ্টি [illegible] মোট 46টি ক্রোমোজোম (23 + 23 = 46) থাকে। এদের মধ্যে [illegible] ক্রোমোজোমটিকে যৌন নির্ধারক ক্রোমোজোম (Sex chromosome) [illegible]
- পুরুষের ক্ষেত্রে যৌন নির্ধারক ক্রোমোজোম দুটির একটি হল X [illegible] Y। নারীদেহের দুটি ক্রোমোজোমই হল X।
- প্রতিটি ক্রোমোজোমের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মতো [illegible] আছে যাকে বলা হয় জিন। এই জিনই হল বংশগতির ধারক [illegible]।

জিনের ভূমিকা

- বংশগতির ক্ষেত্রে জিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—কারণ [illegible] মানসিক, চারিত্রিক সবরকম বৈশিষ্ট্যই জিনগুলির ক্রিয়ার উপর [illegible]।
- একটি পিতৃকোশের জিন এবং একটি মাতৃকোশের জিন জোড় [illegible] জিনগুলি কীভাবে জোড় বাঁধবে তার উপরই নির্ভর করে বংশগতি।
- একই পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক সন্তানের দৈহিক, মানসিক [illegible] চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয় কারণ প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন [illegible] সমাবেশ ঘটে।
- পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায় [illegible] জিনের বিন্যাসকরণ ও ক্রিয়ার উপর।
- অর্থাৎ, জিনের যে সংগঠন নিয়ে একটি শিশু তার জীবন শুরু [illegible]

2.5.7. ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা

(Role of Environment on Development of Personality)

ব্যক্তি যখন তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনার দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগতিবিধান করতে পারে তখনই তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। ব্যক্তির পরিবেশ বলতে দু-প্রকার পরিবেশ বোঝায়। এগুলি হল—

1. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যক্তির মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছপালা, জীবজন্তু এবং খাদ্য—এসব কিছুর প্রভাবে ব্যক্তি হয় কঠি বা আয়েশি, শক্তিমান বা দুর্বল, পরিশ্রমী বা কুঁড়ে। মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপরও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যা তার শক্তি ও সামর্থ্যকেও প্রভাবিত করে। মানুষের আকার, বর্ণ ও স্বভাবের উপরও প্রাকৃতিক পরিবেশ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

2. সামাজিক পরিবেশের প্রভাব

সামাজিক পরিবেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল—(i) গৃহ বা পরিবার, (ii) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, (iii) দল এবং (iv) সামাজিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক বিভিন্ন সংস্থা।

(i) গৃহ বা পরিবার: পরিবারের সুখ ও মনোরম পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষভাবে উপযোগী। পরিবারের মা, বাবা, ভাই, বোন ও অন্যান্য সদস্যদের আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের প্রভাবে শিশুর মধ্যে কখনও আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, স্বাধীনভাবে কাজ করার অভ্যাস ও চিন্তা করার ক্ষমতা তৈরি হয় আবার কখনও শিশু বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন, অসংযত, ভীরু, অসামাজিক ও বদমেজাজি হয়ে যায়। সুতরাং, শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে গৃহ বা পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(ii) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বলতে শিশুর উপর শিক্ষক এবং তার সহপাঠীদের প্রভাবকে বোঝায়।

- শিক্ষক: শিক্ষকের সহৃদয় ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ, তাঁর আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চালচলন, জীবনদর্শন সবকিছুর দ্বারাই শিশু ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। আবার শিক্ষকের রূঢ় ব্যবহার শিশুকে অসহযোগী, বিদ্রোহী করে তোলে। সে অমনোযোগী, রূঢ় ও বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।
- সহপাঠী: সহপাঠীদের সাহচর্যে শিশুর সুপ্ত ক্ষমতা বা সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হয়। আবার কুসঙ্গে শিশুর মধ্যে নানা কু-অভ্যাসও গড়ে ওঠে।

(iii) দল: দলের প্রভাবে শিশুর সহজাত প্রবণতা প্রকাশিত হয়। অনেক শিশুর মধ্যে নেতৃত্ব করার প্রবণতা জাগে। দলের প্রভাবে শিশুর মধ্যে বলিষ্ঠ সমাজচেতনা, আদর্শবাদ ও দেশপ্রেম উদ্‌বুদ্ধ হয়। আবার খারাপ দলের প্রভাবে অনেক শিশু সমাজবিরোধীও হয়ে ওঠে।

(iv) সামাজিক অনুষ্ঠান ও সংস্থা: শিশু পরিণত হয়ে যখন বৃহত্তর সমাজে [illegible] করে তখন বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান [illegible] প্রতিষ্ঠান, সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ক্লাব-অফিস, রাষ্ট্রীয় [illegible] প্রভৃতির প্রভাবে ব্যক্তি সমাজে বিশেষভাবে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ পায়। [illegible] সামাজিক অনুষ্ঠান ও সংস্থার প্রভাবের তারতম্য অনুসারী বিভিন্ন ব্যক্তি [illegible] রকম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে।

ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশগতি বা পরিবেশ—কোনটির প্রভাব অধিকতর?

[illegible] সময় শিশু তার বংশগতিকে অবলম্বন করে এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ [illegible] পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে [illegible] [illegible] সম্ভাবনার যে বীজ সঙ্গে নিয়ে আসে, অনুকূল পরিবেশে তা অঙ্কুরিত হয়ে [illegible] [illegible] শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মহিরূহে পরিণত হয়, অথবা পরিবেশের প্রতিকূল [illegible] [illegible] তা নষ্ট হয়ে যায়। আবার শিশু যদি উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো সম্ভাবনা [illegible] না নিয়ে আসে তাহলে পরিবেশ যতই অনুকূল হোক না কেন তার মধ্যে ওই সম্ভাবনা [illegible] প্রকাশ কিছুতেই ঘটবে না। প্রতিটি ব্যক্তিই উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সহজাত প্রবণতা [illegible] ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে [illegible] [illegible] গুলি বিকাশলাভ করে যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। অর্থাৎ বংশগতির [illegible] প্রাপ্ত যে শক্তি বা সম্ভাবনা শিশুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে উপযুক্ত পরিবেশে [illegible] প্রকাশিত হয়ে তার ব্যক্তিত্বকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং, বংশগতি বা পরিবেশ—কোনটি ব্যক্তিত্ব বিকাশে বেশি কার্যকরী?—এর উত্তরে সবচেয়ে [illegible] দৃষ্টিভঙ্গি হল, বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা। কারণ ব্যক্তিত্ব হল বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল।

ব্যক্তিত্ব = বংশগতি × পরিবেশ

2.5.8. ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (Traits of Personality)

ব্যক্তির যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক করা যায়, সেগুলিকেই বলা হয় ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ। ব্যক্তি তার বহুমুখী বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশের সংস্পর্শে এসে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংলক্ষণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে। যেমন—সদাশয়তা, পরিশ্রমশীলতা, সামাজিকতা, বিনম্রতা, প্রফুল্লতা, উদারতা ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ

প্রত্যেক মনোবিদ এই বিষয়ে একমত যে, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি হল ব্যক্তিত্বের [illegible] গুলি গুণবাচক দিক। তবে যে-কোনো গুণবাচক বিষয়কেই ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ বলা [illegible] না। তাই এদের প্রকৃতি নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। যেমন—

- মনোবিদ মে (May) বলেছেন যে, যেসব অভ্যাসমূলক আচরণের মধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, সেগুলিই একত্রে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ।

পরিবেশে সংগতিবিধান করতে পারে না। [illegible]

আধুনিক মনোবিদগণ ব্যক্তিত্বের [illegible] সংলক্ষণকে মানেন না, কারণ এই মত অনুযায়ী সংলক্ষণ ব্যক্তির [illegible] অন্তর্গত নয়। সংলক্ষণের মতো একটি পরিবর্তনশীল সত্তাকে [illegible] কয়েকটি বাহ্যিক উপাদানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব [illegible]

- বমগার্টেন (Baumgarten) বলেছেন [illegible] সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির অন্যান্য প্রাথমিক মানসিক প্রবণতার (Original [illegible]) সমতুল্য।
- অলপোর্ট (Allport) সংলক্ষণের [illegible] প্রবণতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন [illegible] হল কেন্দ্রীভূত কতকগুলি জৈব-মানসিক সত্তা যা পরিবেশের [illegible] মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত মতবাদগুলি থেকে বলা যায় যে, [illegible] প্রবণতা এবং পরিবেশের [illegible] উদ্দীপকের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে [illegible] যা ব্যক্তির সুসামঞ্জস্য [illegible] নির্ধারক।

সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Personality Traits)

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য [illegible] হল—

1. পরিমাপযোগ্যতা (Scalability): [illegible] পরিমাপ করা সম্ভব।
2. আচরণ থেকে সিদ্ধান্ত (Inference from behaviour): সংলক্ষণ সর্বদা চাক্ষুষ করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন আচরণ [illegible] সংলক্ষণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।
3. নমনীয়তা (Flexibility): সংলক্ষণ [illegible] অপরিবর্তনীয় নয়, শিশুকালে তা যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। বয়স বৃদ্ধির [illegible] যদিও সংলক্ষণগুলি কিছুটা অনমনীয় হয়ে আসে, তবুও সর্বদাই [illegible] সম্ভাবনা থেকে যায়।
4. সর্বজনীনতা (Universality): কিছু [illegible] আছে যা সর্বদাই সকলের মধ্যে লক্ষ করা যায়।
5. কর্মক্ষম ব্যবহারযোগ্যতা (Functional utility): সংলক্ষণের নির্দিষ্ট কতকগুলি সূচক আছে সেগুলি বিভিন্ন [illegible] বিভিন্ন।
6. দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য (Bipolar characteristics): [illegible] একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্বিমুখিতা। অর্থাৎ একটি বৈশিষ্ট্য এবং [illegible] বৈশিষ্ট্য—এই দুটিকে নিয়ে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের দ্বিমুখী সত্তা [illegible] যেমন—সামাজিকতা-অসামাজিকতা (Sociability-unsociability) [illegible] কোনো ব্যক্তি সামাজিক না হলেই অসামাজিক হবে এমন [illegible] নেই। সামাজিকতা থেকে অসামাজিকতা—এই পরিসরের মধ্যে [illegible] বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকতে পারে।

[illegible] নির্বাচন পছন্দ করে।

7. **সহজবোধ্য:** সংলক্ষণগুলি সহজবোধ্য। এই সংলক্ষণের সাহায্যে ব্যক্তির আচরণও খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Traits)

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের সংজ্ঞা নিরূপণে মনোবিদদের মধ্যে যেরকম মতভেদ দেখা যায়, তেমনি তার স্বরূপ বিশ্লেষণেও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

অলপোর্টের শ্রেণিবিভাগ (Allport's Classification): মনোবিদ অলপোর্ট ***(G H Allport)*** ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলিকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—

1. **মূল সংলক্ষণ (Cardinal traits):** যে সকল সংলক্ষণ ব্যক্তির সমস্ত আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
2. **কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ (Central traits):** কতকগুলি মুখ্য সংলক্ষণ যেগুলি মূল সংলক্ষণের থেকে কিছু কম পরিব্যাপ্ত অর্থযুক্ত, কিন্তু যেগুলি ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যেগুলির সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বিবরণ দেওয়া যায়।
3. **গৌণ সংলক্ষণ (Secondary traits):** যে সকল সংলক্ষণের কাজ খুব বেশি বিস্তৃত নয় এবং যেগুলি ব্যক্তির আচরণে সামঞ্জস্য আনতে পারে না, এগুলিকে বলা হয় গৌণ সংলক্ষণ। যেমন—চালচলনের ভঙ্গি।

ক্যাটেলের শ্রেণিবিভাগ (Cattell's Classification): মনোবিদ ক্যাটেল ***(R B Cattell)*** সংলক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন, "Trait is structure of the personality inferred from behaviour in different situation."

তিনি সংলক্ষণগুলিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যেমন—

1. **সাধারণ সংলক্ষণ (Common traits):** যে সকল সংলক্ষণ সমস্ত ব্যক্তি বা দলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন—সততা, উগ্রতা ইত্যাদি।
2. **অসামান্য সংলক্ষণ (Unique traits):** যে সকল সংলক্ষণ ব্যক্তির মেজাজ (temperament) অনুযায়ী গড়ে ওঠে। যেমন—কর্মশক্তি।
3. **বাহ্যিক সংলক্ষণ (Surface traits):** যে সমস্ত সংলক্ষণ ব্যক্তির বাইরের বিভিন্ন আচরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন—কৌতূহল, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি।
4. **উৎস সংলক্ষণ (Source traits):** যে সকল সংলক্ষণ দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তির আচরণ পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন—প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব।

সংলক্ষণের সাধারণ উপাদান (Common Factors of Trait Theory)

সংলক্ষণের ব্যাখ্যা মনোবিদগণ বিভিন্নভাবে দিলেও কয়েকটি বিষয়ে তাঁদের মতের

1. **সংলক্ষণের দৃঢ়তা (Consistency of traits):** সব মনোবিদই এ বিষয়ে একমত যে, সংলক্ষণ ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে কখনোই সাময়িক নয় এবং সংলক্ষণের দ্বারাই ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।
2. **সংলক্ষণের মাত্রা (Dimensions of traits):** সকল মনোবিদদের মতেই সংলক্ষণের বিভিন্ন মাত্রা আছে। যেমন—সাধারণ সংলক্ষণ ও বিশেষীকৃত সংলক্ষণ, বিস্তৃত সংলক্ষণ ও সংকীর্ণ সংলক্ষণ।
3. **সংলক্ষণের বিন্যাস (Dispositions of traits):** একজন ব্যক্তির সংলক্ষণ পরিবর্তিত হয় তার মানসিক বিন্যাস অনুযায়ী। এটি সকল মনোবিদদেরই অভিমত।

সংলক্ষণ মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Trait Theory)

বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ মতবাদ মনোবিদদের দ্বারা বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন—

1. বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনোবিদগণ একমত হতে পারেননি।
2. সংলক্ষণ সম্পর্কে বলা হয় যে এটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে এবং এটি অপরিবর্তনীয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতেও এর কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে 'বন্ধুত্ব' যদি একটা সংলক্ষণ হয়, তাহলেও সে জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতেই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারে না। সুতরাং সংলক্ষণ কখনোই অপরিবর্তনীয় নয়, কারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই পরিবর্তনশীলতা বর্তমান।
3. সংলক্ষণের পরিমাপযোগ্যতার মধ্যেও যথেষ্ট অসুবিধা রয়েছে। কারণ, এর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট একক নেই এবং পরিমাপেরও কোনো নির্দিষ্ট যন্ত্র নেই। সাধারণভাবে খাতা, পেনসিলের সাহায্যে সংলক্ষণের পরিমাপ করা হয়, যাতে যথেষ্ট ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়।
4. সংলক্ষণের পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বিশেষ একটি সংলক্ষণের ক্ষেত্রে ভালো স্কোর করে, তবে পরীক্ষক অন্যান্য সংলক্ষণেও তাকে বেশি স্কোর দেন। এক্ষেত্রে 'Halo effect' কাজ করে।
5. সংলক্ষণের পরিমাপ থেকে কোনো ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে কখনোই পরিষ্কার ধারণা করা যায় না। সংলক্ষণ পরিমাপ করে কেবলমাত্র ব্যক্তির আচরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়।

2.5.9. ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ (Types of Personality)

অনেক মনোবিদের মতে, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ দ্বারা ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। ব্যক্তিত্ব একটি সামগ্রিক সুসংহত বিষয়। সুতরাং, শুধুমাত্র কতকগুলি সংলক্ষণকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিত্বের মতো একটি সামগ্রিক বিষয়কে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সেজন্য ...

মনোবিদ ব্যক্তিত্বের কতকগুলি টাইপ নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ব্যক্তির যেসব মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে একজন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে পৃথক করা যায়, সেগুলিকেই বলা হয় ব্যক্তিত্বের টাইপ। যেমন—কৃপণতা, উদারতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, উদাসীনতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্বের টাইপ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ

ব্যক্তিত্বের টাইপ সম্পর্কেও মনোবিদদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। যেমন—

1. মনোবিদ যেনেশ *(E R Jaensch)* এর মতে টাইপগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। একটি টাইপের বৈশিষ্ট্যকে সমান পরিমাণেও অন্য টাইপের মধ্যে পাওয়া যায় না।
2. মনোবিদ স্প্রানগার *(Spranger)* বলেছেন যে, টাইপগুলি সংলক্ষণের মতোই মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত থাকে।
3. সেলডন *(Sheldon)* এর মতে, কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যদি কোনো দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহলে ওই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে ওইসব ব্যক্তি একটি গোষ্ঠীরূপে পরিচিত হয়। গোষ্ঠীগত এই বৈশিষ্ট্যই হল টাইপ।

মানসিক প্রকৃতির ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ

ইয়ুং-এর শ্রেণিবিভাগ *(Jung's Classification)*

মনোবিদ ইয়ুং *(C G Jung)* ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেছেন—

1. **বহির্মুখী (Extrovert):** এদের প্রাণশক্তি এত বেশি যে এরা বহির্জগতের কর্মকোলাহলেই অংশগ্রহণ করতে বেশি ভালোবাসে। এরা সবসময় প্রাণখোলা। এরা অত্যন্ত সামাজিক এবং সামাজিক যে-কোনো কাজে যোগদান করতে ভালোবাসে। এরা অত্যন্ত চটপটে এবং কাজ করতে ভালোবাসে। এরা যে কোনো পরিবেশে খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। এরা সাধারণত খুব আবেগপ্রবণ হয়।
2. **অন্তর্মুখী (Introvert):** এদের প্রাণশক্তি অন্তর্মুখী। এরা নিজেদের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে। বাহ্যজগতের প্রতি এদের আকর্ষণ নেই বললেই চলে। এরা আত্মকেন্দ্রিক, উদাসীন, স্বার্থপর, আত্মসচেতন, চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল হয়। এরা অত্যন্ত অসামাজিক হয়। নিজের মধ্যেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসে। এরা আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু নতুন পরিবেশে সংগতিবিধান করতে পারে না। এরা কল্পনাপ্রবণ হয় এবং দিবাস্বপ্নে

3. **উভয়মুখী (Ambivert):** এরা অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী—এই উভয় শ্রেণির মধ্যবর্তী। অর্থাৎ এরা চরম অন্তর্মুখীও নয় আবার চরম বহির্মুখীও নয়। এরা একদিকে যেমন আত্মসচেতন, অপরদিকে তেমনি সামাজিক। এরা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করতে পারে। বেশিরভাগ মানুষই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিত্বের সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকে এরা আদর্শস্থানীয়।

ইয়ুং অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী উভয় প্রকার ব্যক্তিত্বের আবার চারটি রূপের কথা বলেছেন। যেমন (ক) সংবেদনশীল (Sensing type) (খ) চিন্তাশীল (Thinking type) (গ) অনুভূতিশীল (Feeling type) (ঘ) অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন (Intuitive type)।

যেনেশ-এর শ্রেণিবিভাগ *(Jaensch's Classification)*

মনোবিদ যেনেশ *(E R Jaensch)* ব্যক্তিত্বের দুটি টাইপের কথা বলেছেন—

1. **'B' type (Basedowid type):** এদের মধ্যে কৃশলী মনোভাব থাকে। সাধারণত 10 থেকে 14 বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব প্রতিরূপ (Eidetic Image) থেকে এমন এক দৃষ্টিগত প্রতিরূপ তৈরি হয় যার ফলে তাদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে।
2. **'T' type (Tetanoid type):** এদের মধ্যে ইয়ুং বর্ণিত বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়।

সেলডনের শ্রেণিবিভাগ *(Sheldon's Classification)*

মনোবিদ সেলডন *(W H Sheldon)* মানসিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেছেন

1. **ভিসেরোটোনিক (Viscerotonic):** এরা বিশ্রাম ও আরামপ্রিয়, ভোজনবিলাসী, খুব সামাজিক, আমোদপ্রমোদ এবং হইচই করতে ভালোবাসে। এরা খুব ধৈর্যশীল, খুব সহজেই আবেগ প্রকাশ করে এবং অপরের স্নেহ-ভালোবাসা প্রত্যাশা করে।
2. **সোমাটোটোনিক (Somatotonic):** এরা উদ্যোগী, দুঃসাহসিক, অভিযান পছন্দ করে, অধ্যবসায়ী, উত্তেজনা ভালোবাসে। এরা অপরের উপর প্রভুত্ব করতে ভালোবাসে কিন্তু অপরের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেয় না। এরা দৃঢ়সংকল্প, আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন। এরা অত্যন্ত সাহসী হয়।
3. **সেরিব্রোটোনিক (Cerebrotonic):** এরা অত্যন্ত অসামাজিক, গোপনতাপ্রিয়, সাবধানী এবং মনোযোগী। এরা সবসময় কোনো-না-কোনো উদ্‌বেগে ভোগে। ফলে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। এরা সংযত এবং লাজুক। খোলামেলাভাবে সবার সঙ্গে মিশতে পারে না। স্বাভাবিক আবেগকে দমন করে রাখে। এরা নির্জনতা পছন্দ করে।

স্প্রানগার-এর শ্রেণিবিভাগ (Spranger's Classification)

[illegible] একটি নির্দিষ্ট জীবনদর্শন তৈরি হয়। আর এই জীবনদর্শনের [illegible] ওঠে মূল্যবোধ। মূল্যবোধই মানুষের বিভিন্ন আচরণের [illegible]। এই মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে স্প্রানগার (Spranger) [illegible] টাইপের কথা বলেছেন।

1. তাত্ত্বিক (Theoretical): এরা সত্যকে অনুসন্ধান করতে ভালোবাসে। [illegible] চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমূলক কাজে বেশি আগ্রহ অনুভব করে। বিজ্ঞানী, দার্শনিক [illegible] এই টাইপের অন্তর্গত।
2. বিত্তবাদী (Economic): এরা জীবনে অর্থ এবং অন্যান্য জাগতিক [illegible] বেশি গুরুত্ব দেয়। এরা কোনো আদর্শের জন্য মাথা ঘামায় না। [illegible] কোনো উপায়ে নিজের প্রয়োজনটুকুই মেটাতে চায়।
3. সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন (Aesthetic): এরা সুন্দরের পূজারি। এরা সবসময় [illegible] সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায়। এরা খুব পরিপাটি এবং রুচিবান হয়।
4. সামাজিক (Social): এরা অত্যন্ত মানবিক হয়। মানুষকে ভালোবাসাই এদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করে।
5. রাজনৈতিক (Political): এরা ক্ষমতালিপ্সু হয় এবং অপরের উপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে ভালোবাসে।
6. ধার্মিক (Religious): এরা নিজের মূল্যবোধকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর জন্য এরা জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পিছপা হয় না।

ফ্রয়েডের শ্রেণিবিভাগ (Freud's Classification)

ফ্রয়েড মানুষের যৌনশক্তি বা লিবিডো (Libido) বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেছেন—

1. মৌখিক রতিপ্রবণ শ্রেণি (Oral-erotic type): যৌনশক্তি বিকাশের প্রথম পর্যায়ে শিশু চোষণের দ্বারা তার যৌন কামনাকে চরিতার্থ করে। এর দুটি [illegible] আছে। যেমন—
   - ধর্ষকামী (Sadistic): এরা পিতামাতার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে হতাশাগ্রস্ত ও হিংসাপরায়ণ হয়। এরা দুঃখবাদী, অত্যাচারী এবং বিদ্বেষপরায়ণ হয়। এরা অপরকে ব্যঙ্গ করতে ভালোবাসে এবং নিজের [illegible] ঢাকার জন্য শিশুসুলভ আচরণ করে।
   - নিষ্ক্রিয় (Passive): এরা আশাবাদী, পরনির্ভরশীল এবং একটু অর্পাক্য হয়। এরা ভাবে সব কিছু এদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ঘটবে। এদের আচরণ অনেকটা শিশুদের মতোই হয়।

2. পায়ু রতিপ্রবণ শ্রেণি (Anal-erotic type): যৌনতা বিকাশের [illegible] পায়ুর সক্রিয়তার মাধ্যমে শিশু তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত [illegible] যৌনশক্তি স্থিরীকৃত হয় তাহলে তার মধ্যে এই ধরনের [illegible] এদের মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি এক ধরনের আক্রমণাত্মক [illegible] একগুঁয়ে, বেয়াড়া, কৃপণ, সুবিধাবাদী এবং খুঁতখুঁতে হয়। [illegible] হয় না। এদের কথায় ও কাজে কোনো [illegible]
3. উপস্থ রতিপ্রবণ শ্রেণি (Genital type): এই শ্রেণির দুটি [illegible]—
   - ফালিক টাইপ (Phallic type): এরা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী [illegible] সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। [illegible] হয়ে পড়ে।
   - জেনিটাল টাইপ (Genital type): এরা সৃজনশীল হয়। [illegible] যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন [illegible] শালীনতা, নির্ভরতাবোধ এবং সহযোগিতার [illegible] যৌনজীবন স্বাভাবিক হয় এবং সুস্থ, স্বাভাবিক [illegible] হয়।

[illegible] বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ

ক্রেশমার-এর শ্রেণিবিভাগ (Kretschmer's Classification)

ক্রেশমার (Kretschmer) মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্থ [illegible] দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করে ব্যক্তিত্বের চারটি টাইপের কথা বলেছেন। এগুলি

1. পিকনিক (Pyknik): এরা বেঁটে এবং মোটা হয়। এদের মুখাবয়ব সাধারণত গোলাকৃতি হয়। এরা বহির্মুখী। এরা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ হয়। এরা কখনও খুব উত্তেজিত হয়, আবার কখনও একেবারেই ঝিমিয়ে পড়ে। তবে এরা সবার সঙ্গে মিশতে পছন্দ করে। কিন্তু এদের ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (Manic-depressive-psychoses) রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।
2. এস্থেনিক (Aesthenic): এরা খুব লম্বা এবং রোগা হয়। এরা খুব সংযত হয় এবং একটা আদর্শ মেনে চলে। এরা গম্ভীর, স্বাবলম্বী, সাবধানী এবং অসহিষ্ণু হয়। এরা পলাতক মনোভাবাপন্ন। এরা কোনো সময় কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না এবং ঝামেলা এড়িয়ে চলে।
3. অ্যাথলেটিক (Athletic): এরা মাঝারি গড়নের। এদের দৈহিক গঠন অত্যন্ত সুদৃঢ়। এদের অস্থি সুগঠিত, পেশি দৃঢ়, প্রশস্ত বুক ও ঘাড় এবং হাত-পা বেশ বড়ো হয়। এরা মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে এরাই সুস্থ, স্বাভাবিক ও আদর্শ মানুষ।
4. হাইপোপ্লাস্টিক (Hypoplastic): এদের দৈহিক [illegible] এরা সবসময় হীনম্মন্যতায় ভোগে।

সেলডন এর শ্রেণিবিভাগ (*Sheldon's Classification*)

সেলডন (*Sheldon*) মানুষের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেছেন। যেমন—

1. এন্ডোমর্ফ (Endomorph): ক্রেৎসমারের পিকনিক এবং [illegible] একই টাইপের। এদের দেহের গড়ন গোলাকার। এদের দেহ খুব কোমল হয় এবং পেটের অংশ বেশ মোটা হয়।
2. মেসোমর্ফ (Mesomorph): এদের দেহ খুব দৃঢ় এবং সুগঠিত হয়। এদের [illegible] ও বুক প্রশস্ত হয়। এরা ক্রেৎসমারের অ্যাথলেটিকদের মতো।
3. এক্টোমর্ফ (Ectomorph): এরা ক্রেৎসমারের এস্থেনিকদের মতো। এরা খুব লম্বা, রোগা এবং দুর্বল হয়।

টাইপ তত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of Type Theory)

ব্যক্তিত্বের টাইপ তত্ত্ব মনোবিদদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। এই তত্ত্বের যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও আছে। এই তত্ত্বের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নীচে আলোচনা করা হল।

টাইপ তত্ত্বের সুবিধা (*Advantages of type theory*)

1. টাইপ অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগের একটি প্রধান সুবিধা হল যে, একটি টাইপ জানা থাকলে সেই টাইপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সহজেই বোঝা যায়।
2. কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন টাইপের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। সুতরাং, কোন্ ব্যক্তি কোন্ টাইপের অন্তর্ভুক্ত তা জানতে পারলে তার ব্যক্তিত্বের [illegible]গুলিও অনুমান করা যায়।

টাইপ তত্ত্বের অসুবিধা (*Disadvantages of type theory*)

1. [illegible] সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ টাইপ পাওয়া যায় না, তাই কোনো ব্যক্তিবিশেষকে [illegible] কোনো টাইপের অন্তর্ভুক্ত করা খুবই অসুবিধাজনক।
2. টাইপ নির্ধারিত হয় ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। বাহ্যিক আচরণ পরিবর্তনশীল। ফলে অনেক সময়ই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে সম্পূর্ণ নতুন [illegible]। সেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট টাইপের অন্তর্ভুক্ত করা [illegible]।
3. বিভিন্ন [illegible] বর্ণনায় যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, দেখা গেছে [illegible] ক্ষেত্রেই বিপরীত গুণের সমাবেশ ঘটে।
4. [illegible] নিজস্বতার পরিচায়ক। তাই তাকে কোনো বিশেষ টাইপের অন্তর্ভুক্ত [illegible]।

আইজেঙ্কের শ্রেণিবিভাগ (*Eysenck's Classification*)

[illegible] আইজেঙ্ক (*H J Eysenck*) 1953 খ্রিস্টাব্দে রাশিবিজ্ঞানের [illegible] বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের শ্রেণিবিভাগের এক নতুন [illegible]। তিনি [illegible] উপর নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা প্রয়োগ করে [illegible] ব্যক্তিত্বের তিনটি মৌলিক উপাদান আছে। এই উপাদানগুলিকে তিনি [illegible] (Dimensions of Personality) বলেছেন। এই তিনটি মাত্রা হল—

(i) অন্তর্মুখিতা-বহির্মুখিতা (Introversion-Extroversion)।
(ii) মনোবিকার প্রবণতা (Neuroticism)।
(iii) উন্মত্ততার প্রবণতা (Psychoticism)।

প্রত্যেক [illegible] ব্যক্তিত্বের এই তিনটি মাত্রা বর্তমান [illegible] স্বাভাবিক ব্যক্তির [illegible] বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে, অস্বাভাবিক ব্যক্তির [illegible] বৈশিষ্ট্যগুলি [illegible] বেশি মাত্রায়। সুতরাং, ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিতে [illegible] তা মাত্রাগত [illegible] নয়। তবে, এই তিনটি মাত্রার মধ্যে [illegible] যোগ নেই। [illegible] একটি মাত্রায় ব্যক্তির অবস্থা জানা গেলেও, [illegible] অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আইজেঙ্কের মতে, ব্যক্তিত্বের [illegible] এই [illegible]টি মাত্রার [illegible]।

ব্যক্তিত্বের ত্রিমাত্রিক মডেল

এই মাত্রাগুলি নির্ণয়ের জন্য আইজেঙ্ক এবং তাঁর অনুগামীরা [illegible] করেন সেটি হল, Maudsley Medical Questionnaire [illegible] আইজেঙ্কের MMQ নামে পরিচিত। এরপর 1958 খ্রিস্টাব্দে আইজেঙ্ক [illegible] অভীক্ষা [illegible] করেন, যেটি Maudsley Personality Inventory (MPI) নামে পরিচিত। এটিতে মাত্র 12টি নির্ণায়ক প্রশ্ন ছিল। 1964 খ্রিস্টাব্দে [illegible] করেন সেটি Eysenck Personality Inventory [illegible] পরিচিত। এটিতে 108টি প্রশ্ন ছিল। এটিতে একটি Lie scale-ও [illegible]

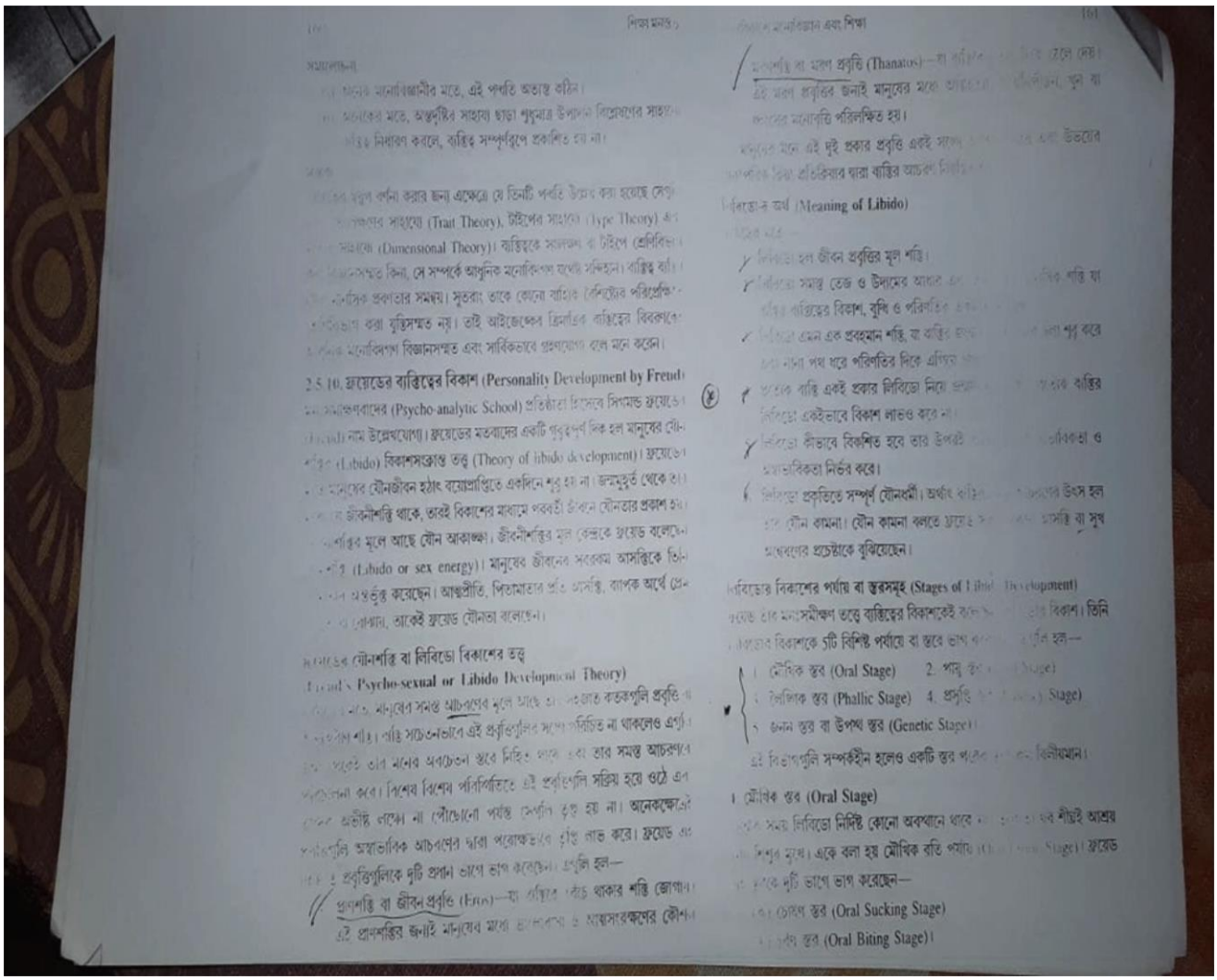

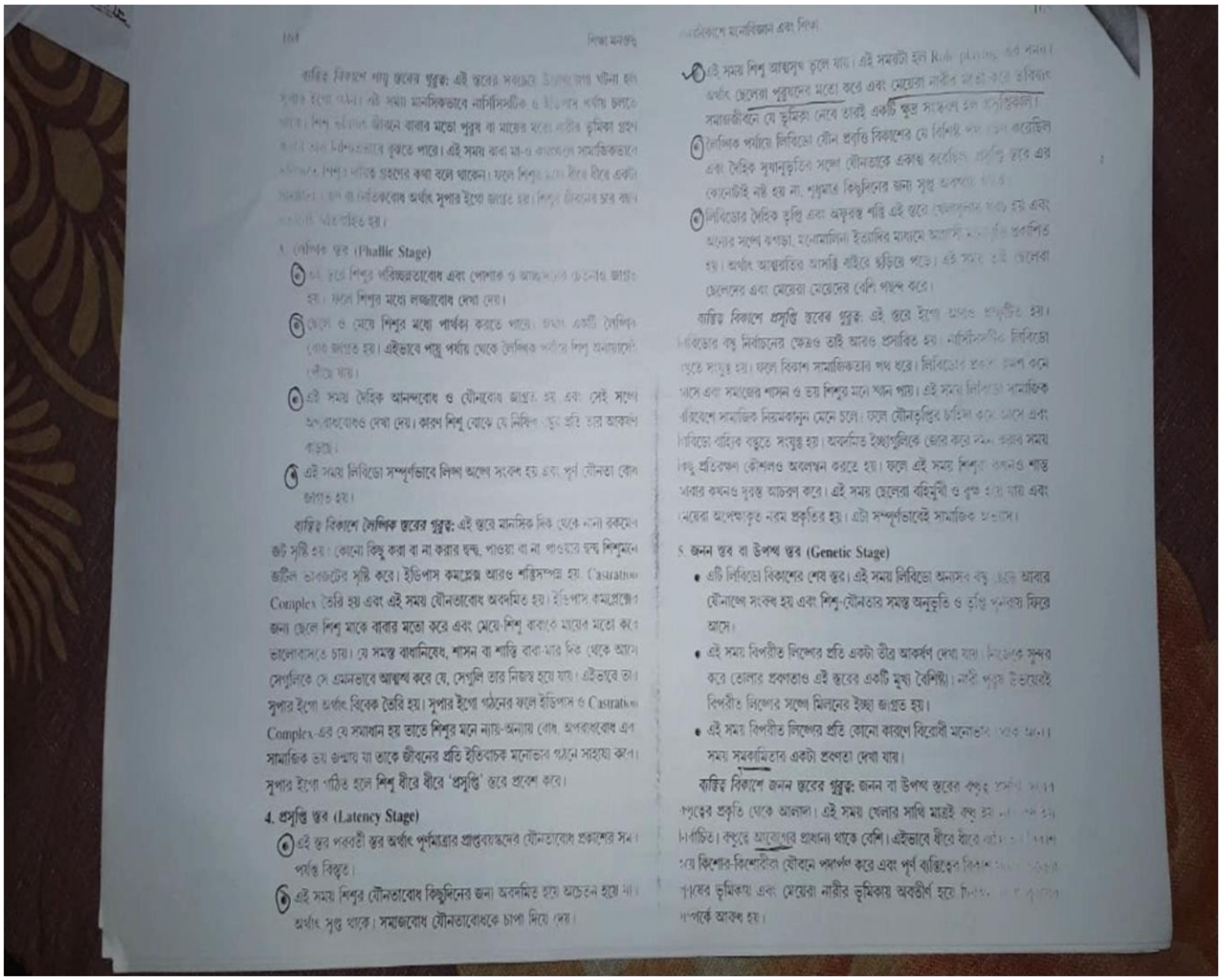

ফ্রয়েডের তত্ত্বের মূল্যায়ন (Evaluation of Freud's Theory)

ফ্রয়েডের যৌনতাভিত্তিক এই লিবিডো বিকাশের তত্ত্ব নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। এর যেমন সদর্থক দিক রয়েছে তেমনি নেতিবাচক দুর্বল স্থানও কম নয়।

অবদান (Contributions)

- এই তত্ত্ব অত্যন্ত ব্যাপক যা ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিক দিক এবং জটিলতা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।
- এই তত্ত্ব ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক রূপটি ব্যাখ্যা করে।
- এই তত্ত্ব অনেক বেশি সার্বিক।
- আচরণবাদীরা এই তত্ত্বের শৈশবকালীন গুরুত্বকে অত্যন্ত সমাদর করেন। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে শৈশবই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

ত্রুটি (Limitations)

- এই তত্ত্বের সমীক্ষাভিত্তিক তথ্য কোনো নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পথে সংগৃহীত নয়।
- এটি আচরণ সম্পর্কে ধারণা দেয়, ব্যাখ্যা দেয় না।
- তত্ত্বটি অতিমাত্রায় যৌনভিত্তিক হওয়ায় আধুনিক মনোবিদগণ এটিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন না।
- এই তত্ত্বে 'লিবিডো' কিংবা 'অবদমন' এই শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থ স্পষ্ট নয়।
- তত্ত্বটি অত্যধিক কল্পনামূলক, পরীক্ষামূলক নয়।
- তত্ত্বটি যতখানি বিষয়নির্ভর, ততখানি উদ্দেশ্যমূলক নয়।

উপসংহার

লিবিডো বিকাশের মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় তার বহুমুখী প্রকাশ নির্ভর করে মনের তিনটি স্তরের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর। ইদের অতিরিক্ত আদিমতা এবং সুপার ইগোর ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্রমাগত একটি দ্বন্দ্ব ও মিথস্ক্রিয়া চলতে থাকে। এই উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে এবং দুঃখবোধ থেকে দূরে যেতে শুধুমাত্র সুখভোগের আশায় ব্যক্তি আচরণগত পথ খোঁজে। এর ফলেই ইগো একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয় যা সর্বগ্রাহ্য আচরণরূপে প্রকাশিত হয়। তবে এই প্রকাশভঙ্গির পথে অভিভাবক কিংবা পরিবেশ যদি অত্যন্ত বাধাদানের চেষ্টা করে তবে লিবিডো পশ্চাদপসরণ করে। ফলে ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয় এবং অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে ব্যক্তি শৈশবের কোনো তৃপ্তিদায়ক অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। এই যে বাস্তবতা থেকে ফিরে যাওয়া, শৈশবের কোনো একটি পর্যায়কে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা—একে ফ্রয়েড বলেছেন, লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি। সুতরাং, যে ব্যক্তির মধ্যে ইদ, ইগো এবং সুপার ইগোর একটি সুসংহত ভারসাম্য বিদ্যমান তাঁর ব্যক্তিত্ব সুখকর এবং ভারসাম্যহীনতাই ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক প্রকাশের কারণ।

2.5.11. ব্যক্তিত্বের পরিমাপ (Measures of Personality)

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা করে আসছেন। সেই সময় প্রধানত পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হত। কিন্তু এই পদ্ধতিগুলি বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। বর্তমানে মনোবিজ্ঞান ও রাশিবিজ্ঞানের যৌথ উন্নতির ফলে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের বহু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ—

1. স্বীয় মতামত প্রকাশ পদ্ধতি (Self-Reporting)

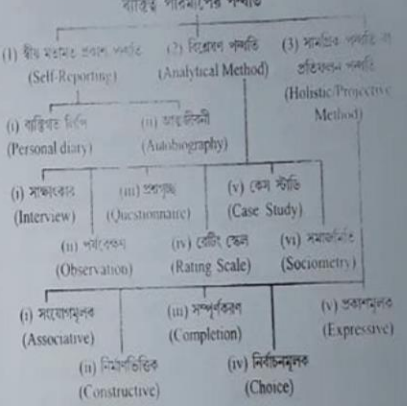

- এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি নিজেই নিজের মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার স্বরূপ এবং তার গতিপ্রকৃতি ব্যক্ত করে।
- এই পদ্ধতি হল ব্যক্তির অন্তঃপ্রত্যক্ষকরণ। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মনে কী ঘটছে তা সোজাসুজি জানতে পারে।
- এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি তার পছন্দ-অপছন্দ, ভয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় নিজেই লিপিবদ্ধ করে।
- এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি কীভাবে নিজের চাহিদা এবং পরিবেশের চাহিদার মধ্যে সংগতিবিধান করে তা জানা যায়।
- এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির আগ্রহ, সংগতিবিধান, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়।